ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রম ইত্যাদি। তস্মাৎ তাবদেব তেষাং গুর্ব্বাদিব্যবহারো যাবন্মৃত্যুমোচকংশ্রীগুরুচরণং নাশ্রয়ত ইত্যর্থঃ। ৫। ৫॥ শ্রীঋষভদেবঃ স্বপুত্রান্॥ ২১০॥

অন্যদা স্বগুরৌ কর্ম্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্না-বমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ২১১॥

ব্রহ্মচারিধর্ম্মান্তঃ পঠিতমিদম্॥ ১১॥ ১৭॥ শ্রীভগবান্॥ ২১১॥

ততঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরাবিত্যাহ—যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদেগুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ। এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্‌ঘ্রির্লোকোঽয়ং মন্যতে নরম্॥ ২১১॥

এষ শ্রীকৃষ্ণলক্ষণোঽপি। তত প্রাকৃতদৃষ্টির্ন ভগবত্তত্ত্বগ্রহণে প্রমাণমিতি ভাবঃ। ৭। ১৫॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্॥ ২১২॥

শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা মহাভেদ দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বনৈব মন্যন্তে। যথা—বয়ন্ত সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষকতমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্মঃ॥ ২১৩॥

অতএব অর্থাৎ যদি শ্রবণগুরু এবং ভজনগুরুর পদাশ্রয় করাই একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয় করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য—এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার কি আছে? এই পারমার্থিক শ্রীগুরুচরণাশ্রয় যে ব্যবহারিক গুরু প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াও অবশ্যকর্ত্তব্য, এই অভিপ্রায়েই ৫। ৫ অধ্যায়ে বলিতেছেন—গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ ২১০॥ যে জন মৃত্যু অর্থাৎ সংসারদশাপ্রাপ্ত তাহাকে সংসারবন্ধন হইতে মোচন করিতে যিনি অসমর্থ, সে জন কখনও গুরু হইতে পারে না এবং সে স্বজনও স্বজন নয়, সে পিতাও পিতা নয়, সে জননীও জননী নয়, সে দেবতাও দেবতা নয়, সে পতিও পতি নয়। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে ১।৫ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—হে মহর্ষি! স্বভাবতঃই কাম্যকর্ম্মে অনুরাগী মানবকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অনুশাসন করা তোমার পক্ষে নিন্দনীয়। অর্থাৎ যাহারা স্বভাবতঃই কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে অনুরক্ত, তাহাদিগকে কাম্যধর্ম্মানু-ষ্ঠানের জন্য যে উপদেশ করিয়াছ, ভগবত্তত্ত্বাভিজ্ঞ তোমার পক্ষে এটি বড়ই নিন্দার কাজ করা হইয়াছে। অতএব পিতা প্রভৃতির সহিত ততদিন পর্য্যন্তই গুর্ব্বাদি-ব্যবহার, যতদিন পর্য্যন্ত সংসারবন্ধন-মোচক শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করা না হয়। "গুরুর্ন স স্যাৎ"—এই শ্লোকটি ভগবান্ শ্রীঋষভদেব নিজ পুত্রগণকে বলিয়াছেন। ২১০॥